কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫২তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভা গত ২৩/০২/২০০৩ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।
সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তের জন্য আহক্ষান জানান। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভা যথাক্রমে গত ১৬/৫/২০০৫ খ্রি. ও ২১/৮/২০০৫ খ্রি. তারিখ ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দুটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২/৬/২০০৫ইং তারিখের ৯৫৬ (১৬) সংখ্যক ও ৬/৯/২০০৫ ইং তারিখের ১৬৯৩ (২৫) স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় পুনরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবয়নের অগ্রগতির পর্যালোচনা।
কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে ৫৮তম ও ৫৯তম সভায় অনুমোদনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সদস্যগণ উক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের আই ৮-৯৫ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৭ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।
প্রস্তাবিত বিএসআর আখ-৩৭ জাতটি ১৯৯৩ সালে কোক-৩১ এর সাথে সিপি ৫০-৭২ জাতের সংস্কারায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে সংস্কারায়িত প্রজাতিটি অন্যান্য জাতের সাথে পরপর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর জাতটি আই-৮-৯৫ হিসেবে প্রাথামিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ২০ এবং ঈশ্বরদী ২৮ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০২ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৭ জাতের কান্ড (stalk) মাঝারী লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং হলুদাভ সবুজ। পর্ব মধ্য (internode) সিলিন্ডার (cylinder) আকৃতির। কান্ড শক্ত ও ছোট ফাঁপা (pipe) দেখা যায়। গিরা (node) সমান (even) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (bud) গোলাকার (roundish) আকৃতির, ছোট এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এর। পাতার খোল সুবজ বর্ণের ও কান্ডের সাথে হালকাভাবে লেগে থাকে। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোণাকৃতির (triangular) এবং সবুজ বর্ণের। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ট্রানজিশনাল-২ (transitional-2) ও বাহিরের অরিকল ট্রানজিশনাল-১ (transitional-1)। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয় না। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ট্রায়ালকৃত অঞ্চলে প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৭ জাতের গড় ফলন ক্ষমতা ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৮ এর চেয়ে ভাল এবং বিভিন্ন ট্রায়ালের স্থানে ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৮ এ হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ৯৩.৩২ থেকে ১১৭.৫০, ৭৫.৯৯ থেকে ১১৮.৭১ এবং ৭৮.৬০ থেকে ১২২.৯৬ টন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং ফ্রেব্রুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটি খরা, জলাবদ্ধতা ও বন্যা সহিষ্ণু। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এর মত এবং ঈশ্বরদী-২৯ এর চেয়ে প্রতিরোধী। প্রাকৃতিক পরিবেশে লাল পচা রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায়।

উক্ত জাতটি ২০০২ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৫টি স্থানে চেক জাত থেকে ফলন বেশী এবং রোগবালাই অপেক্ষাকৃত কম ও অপুষ্পক প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকা অঞ্চলের শ্রীপুরে ফলন সন্তোষজনক নয় ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেলান্দহ, জামালপুরে চেক জাতের তুলনায় ফলন কিছুটা কম। কিন্তু ঢলেপড়া (Wilt) রোগের প্রার্দূভাব বেশী বলে মাঠ মূল্যায়ন দল উক্ত অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই। অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সদস্য সচিব মতামত পেশ করেন।

আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ সভায় উপস্থাপন করেন। জনাব তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, আখের ই ৮-৯৫ ক্লোনটি ছাড়করণের নিমিত্তে পূর্ববর্তী জাতের সাথে উহার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইহা ছাড়াও তিনি ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেক জাত ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে ডঃ মোঃ আলমগীর মিয়া বলেন যে, বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া (বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা) ও ভিন্ন ভিন্ন কৃষি আবহাওয়ায় প্রস্তাবিত জাতটির ফলনের তারতম্য, পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়গুলো সঠিকভাবে মূল্যায়নের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেক জাত ব্যবহার করা হয়েছে। ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে, অতীতে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে Quantitative character দেখা হলেও বর্তমানে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে Quantitative এবং Quatative উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনা হয় এবং জাত ছাড়করণের এ ধারা অব্যাহত রাখা দরকার।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় এ প্রসংগে বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেক জাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, আখের জীবনকাল ও পরিপক্কতা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। তাছাড়া জাতটি ছাড় করা হলে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। অতঃপর মাঠ মূল্যায়ন দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আই-৮-৯৫ কৌলিক সারিটি ঈশ্বরদী-৩৭ নামে ঢাকা অঞ্চলে চেক জাত থেকে ফলন কম হওয়ায় এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব বেশী পরিলক্ষিত হওয়ায় উক্ত দুটি অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেকজাত ব্যবহারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ও পরিপক্কতার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করবেন (দায়িত্ব ঃ বিএসআরআই)

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বিবিধ-(১) ঃ ভারতীয় তোষা পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) দেশে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতটির গুণাগুণ আরও যাচাই-বাছাই এবং প্রজনন বীজ সংগ্রহের উৎসসহ একটি সুনির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিজেআরআই কর্তৃক অদ্যকার সভায় উপস্থাপনের কথা ছিল। এ বিষয়ে বিজেআরআই এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত ভারতীয় জাতটির বিভিন্ন গুণাগুণের উপর গবেষণা করা হয় এবং গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, ফলন ভাল হলেও আঁশের মান দেশে উদ্ভাবিত জাতসমূহের তুলনায় নিম্নমানের। তাছাড়া গত বৎসরের আবহাওয়াগত কারণে ফলাফলের উপর কোন চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব না বিধায় আরও এক বৎসর ট্রায়াল করা দরকার। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, উক্ত ভারতীয় জাতটি বাংলাদেশে ছাড়করণের বিষয়ে বিজেআরআই এর স্বত্ত্বাধিকার থাকা দরকার বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ আসন্ন (২০০৫-২০০৬) মৌসুমে উক্ত ভারতীয় জাত জেআরও ৫২৪ (নবীন) এর আঁশের গুণাগুণের উপর এবং বীজ উৎপাদনের উপর গবেষণা সম্পাদনপূর্বক ফলাফল পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্বঃ বিজেআরআই ও এসসিএ)।

(২) আখের বীজ প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ ঃ আখ একটি নোটিফাইড ফসল বিধায় সংশোধিত বীজ অধ্যাদেশ-১৯৭৭ এর সেকশন-৮ এর সাব-সেকশন (ঘ) এর অধীন আখের মৌল ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন আবশ্যক এবং ইহা ছাড়াও আখের নতুন জাত ছাড়করণের অংশ হিসেবে ডিইউএস (DUS) টেষ্ট কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন করতে হলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিষয়টির উপর একটি প্রশিক্ষণও দেওয়া দরকার। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) এসসিএ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় অন্যান্য নোটিফাইড ফসলের অনুরূপ আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও ডিইউএস(DUS) টেষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

খ) বিএসআরআই এর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের আখ ফসলের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (দায়িত্ব ঃ বিএসআরআই ও এসসিএ)।

৩) এ সি আই লিঃ এর হাইব্রিড আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবর্তনের আবেদন প্রসংগে।
২০০৩ সনের জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় এ সি আই লিঃ এর আলোক-৯৩০২৪ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িক নিবন্ধন দেয়া হয়। এ সি আই লিঃ কর্তৃক উক্ত হাইব্রিড আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবর্তন করে ধানী-৯৩০২৪ নামে বাজার জাত করণের নিমিত্তে ১৬/২/২০০৬ইং তারিখে সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সমীপে একটি আবেদন করে।

উক্ত আবেদনপত্রটি কারিগরি কমিটির ৫২তম সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয়তে উথাপন হলে প্রফেসর লুৎফুর রহমান বলেন যে, কোন ক্রমেই পূর্ব অনুমোদিত আলোক নাম পরিবর্তন করে অন্য কোন নামে বাজার জাত করা সমীচিন হবে না। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, জাত নিবন্ধনের পরে এ ধরণের নাম পরিবর্তনের প্রচলন শুরু করলে জাতের নামে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সাধারণ চাষীরা বিশেষভাবে প্রতারিত হইতে পারে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, প্রাথমিকভাবে যে নামে নিবন্ধিত হবে সে নামেই উহা বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তিতে কোনক্রমেই জাতের নাম পরিবর্তন করা যাবে না। ভবিষ্যতে যেন কেহ এরূপ নাম পরিবর্তনের প্রয়াস না নেন। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ এ সি আই লিঃ এর হাইব্রিড আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবর্তনের আবেদনটি বিবেচনা করা হলো না।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ তালেব আলী শেখ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।